PRINT

সমকাল

'যৌগিক প্রশ্ন' নিয়ে ঢাবি শিক্ষার্থীরা গলদঘর্ম

১০ ঘণ্টা আগে

ইমাদ উদ্দিন মারুফ, ঢাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগের সেমিস্টার সমাপনী পরীক্ষা ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। বেশ কয়েকটি বিভাগে পরীক্ষা আংশিক বাকি থাকলেও তা অল্পদিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। পরীক্ষা শেষে অনেকের চোখে-মুখে দেখা যায় পরিতৃপ্তির ছাপ, আবার কারও কারও মুখে হতাশার কালো ছায়া। এটাই নিত্যদিনের ঘটনা। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে আসা প্রায় সব শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি জায়গায় অসন্তোষ থাকবেই। সেটি হলো প্রশ্নপত্রে নম্বর বণ্টন। দুই বা ততধিক অংশের সমন্বয়ে গড়া যৌগিক প্রশ্নে নম্বর বণ্টনে রয়েছে অস্পষ্টতা। এতে পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের।

অনুসন্ধানে দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে অধিকাংশই যৌগিক প্রশ্ন। এসব বিভাগের কোনো না কোনো কোর্সে প্রশ্নপত্রে যৌগিক প্রশ্নের নম্বর বণ্টনে অস্পষ্টতা থাকছেই। যৌগিক ছাড়া অন্যান্য প্রশ্নের জন্য নির্ধারিত নম্বর বণ্টন দেওয়া থাকে। যৌগিক প্রশ্নে প্রতিটি অংশের জন্য আলাদা কোনো নম্বর বণ্টন থাকে না।

যৌগিক প্রশ্নের নমুনা :বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের 'যোগাযোগ গবেষণা পদ্ধতি' কোর্সের প্রশ্নপত্রে একটি প্রশ্নে ছিল- 'পরিমাপের স্তর কী? উদাহরণসহ পরিমাপের বিভিন্ন স্তর আলোচনা কর। নিচের গণসংখ্যা নিবেশনের গড় ব্যবধান ও পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় কর।' এখানে তিনটি অংশ নিয়ে এই প্রশ্নটি সাজানো হয়েছে। এ তিন অংশ নিয়ে প্রশ্নটির মান ১২.৫ ছিল। তবে এখানে প্রতিটি অংশের জন্য কত নম্বর বরাদ্দ, তা উল্লেখ নেই।

আরবি বিভাগের 'বাংলাদেশ স্টাডিজ' কোর্সে একটি প্রশ্নে ছিল- 'বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত কর। বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।' এখানে দুটি অংশ নিয়ে সাজানো প্রশ্নের মান ছিল ১৫। তবে এখানেও কোনো অংশের মান নির্দিষ্ট করে উল্লেখ নেই।

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ :শিক্ষার্থীদের দাবি, যৌগিক প্রশ্নের উত্তর লিখতে গিয়ে তাদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কোন অংশের জন্য কত নম্বর বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা অজানা থাকার কারণে প্রশ্নের উত্তর কোনো অংশ কতটুকু তথ্য ও গুরুত্ব দিয়ে লেখা হবে তা নিয়ে দ্বিধায় পড়তে হয়। প্রশ্নের নম্বর বণ্টনের ওপর ভিত্তি করেই পরীক্ষার খাতায় প্রশ্নের উত্তরের পরিধি সাজানো হয়। প্রশ্নে নম্বর কম বরাদ্দ থাকলে উত্তরপত্রে এর পরিধি কম হবে, আবার নম্বর বেশি থাকলে পরিধি বড় হবে। তবে স্পষ্টভাবে নম্বর বণ্টন না থাকায় তা নিশ্চিত হয়ে উত্তর লিখতে পারছেন না তারা। এ ব্যাপারে তাদের অন্ধকারেই থাকতে হচ্ছে।

অনেকের দাবি, যেহেতু যৌগিক প্রশ্নে কোনো অংশেরই নির্দিষ্টভাবে আলাদা করে নম্বর বণ্টন থাকে না, এ ক্ষেত্রে খাতা দেখার সময় শিক্ষকদের মর্জিমাফিক হস্তক্ষেপ করার সুযোগ থাকে। খাতা দেখার সময় শিক্ষক নির্দিষ্ট কোনো একটি অংশকে গুরুত্ব দিতে পারেন। এখানে শিক্ষকের ইচ্ছার ওপর সবকিছু নির্ভর করবে। তবে প্রশ্নপত্রে যদি প্রতিটি অংশের আলাদা আলাদা নম্বর বণ্টন থাকত তাহলে এরকম বিভ্রান্তিতে পড়তে হতো না। শিক্ষার্থীরা বলেন, যদি যৌগিক প্রশ্নে প্রতিটি অংশের জন্য আলাদা আলাদা নম্বর বণ্টন দিতে অসুবিধা হয় তাহলে যৌগিক প্রশ্ন করারই বা দরকার কী? সরল প্রশ্ন করলেই তো ভালো হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ইসতিয়াক আহমেদ বলেন, 'যৌগিক প্রশ্নে নম্বর বণ্টনে এই অস্পষ্টতার কারণে পরীক্ষার খাতায় উত্তর লিখতে গিয়ে আমাদের অনেক ভাবতে হয় যে কোন অংশকে বেশি গুরুত্ব দেব আর কোন অংশকে কম গুরুত্ব দেব। বিভিন্ন অংশে আলাদা নম্বর দেওয়া থাকলে আমাদের এমন দুর্ভোগ পোহাতে হতো না।'

ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনস্যুরেন্স বিভাগের নোমান সরকার বলেন, এটা এক ধরনের অস্বচ্ছতা। প্রশ্নের প্রতিটি অংশের জন্য আলাদা নম্বর বণ্টন থাকা উচিত।

এ বিষয়ে ইমেরিটাস অধ্যাপক শিক্ষাবিদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, প্রশ্নপত্রে প্রতিটি প্রশ্নেই সুস্পষ্টভাবে নম্বর

বণ্টন থাকা

উচিত। তাহলে পরীক্ষার খাতায় উত্তর লেখার সময় গুরুত্ব অনুযায়ী লিখতে শিক্ষার্থীদের সুবিধা হয়। পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এটি প্রয়োজন।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য :বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক বাহালুল হক চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এভাবেই প্রশ্ন করা হচ্ছে। আমরা এভাবেই পরীক্ষা দিয়ে এসেছি। তবে এ বিষয়ে আমার হস্তক্ষেপ করার সুযোগ নেই। এ বিষয়টি অনুষদের ডিন ও বিভাগীয় কোর্স শিক্ষকরাই দেখেন।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বলেন, ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী এ বিষয়ে শিক্ষকদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। প্রশ্ন কী ধরনের হবে, পরীক্ষা কমিটি ও বিভাগীয় কোর্স শিক্ষকরাই সে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সুরাইয়া বেগম বলেন, এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। এটি অনেকটা 'কমনসেন্স' এর ওপর নির্ভর করে। ক্লাসে যখন কোনো টপিক পড়ানো হয় তখন পরীক্ষার খাতায় কোন অংশকে গুরুত্ব দিয়ে লিখতে হবে তা বোঝা যায়। তবে যৌগিক প্রশ্নের প্রতিটি অংশের জন্য আলাদা নম্বর বণ্টন করার ব্যবস্থা করা গেলে অবশ্যই ভালো হবে। এর জন্য বিভাগীয় চেয়ারম্যান বরাবর শিক্ষার্থীরা চিঠি দিতে পারে।

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক মো. বাহাউদ্দিন বলেন, এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা না থাকলেও শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে নম্বর বণ্টনে স্পষ্টতা থাকা উচিত। মেডিকেল বা বিসিএস পরীক্ষায় যৌগিক প্রশ্ন থাকলে তা কোন অংশে কত নম্বর তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ থাকে।

© সমকাল 2005 - 2018

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com